দৈনিক বাংলা

তারিখ 9/7/82

খাল খনন গণশিক্ষা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অংশ নিনঃ সাত্তার

জিয়ার কর্মসূচী সফল করার সংকলপ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরায় বলেছেন, জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে কর্মসূচী দিয়ে গেছেন তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে কেউ কোন রকম ব্যাঘাত ঘটালে অপেরকে বলবো আপনারা বিএনপি থেকে চলে যান।

প্রেসিডেন্ট বুধবার বিকালে পুরোনো গণভবন চত্বরে গণশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সংগঠন প্রধান কাজী সিরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার নজমুল হুদা বক্তৃতা করেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামালউদ্দিন আহমদসহ মন্ত্রি পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণদানকালে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রধান কাজী সিরাজ বলেন যে সরকারের পতন ঘটানো এবং প্রেসিডেন্ট সাত্তারের হাতকে দুর্বল করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, রুশ-ভারত আধিপত্যবাদ, আওয়ামী লীগ, জাসদ এবং সিপিবিকে দিয়ে খেলানোর চেয়ে এখন বিএনপিকে দিয়ে খেলাতে চায়। দলের ভেতরে যারা ভাঙ্গনের সানাই বাজায় তাঁদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রধান আরো বলেন যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং তাঁর দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের হাতকে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার বুধবার পুরাতন গণভবনে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন আয়োজিত সেমিনারে ভাষণ দেন —দৈনিক বাংলা

জিয়ার কর্মসূচী

(১ম পৃঃ পর)

আরো শক্তিশালী করার জন্য জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন কাজ করতে বদ্ধপরিকর। এ কারণে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের যে কোন আহবানে সাড়া দিতে স্বেচ্ছাসেব সংগঠন সানন্দে সদা প্রস্তুত থাকবে বলে তিনি অঙ্গীকার করেন। এ সময় স্বেচ্ছাসেবীরা সাত্তার তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে, সাত্তার তুমি শক্ত হও আমরা আছি তোমার সাথে প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।

স্বেচ্ছাসেবীদের গগন বিদারী শ্লোগানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সাত্তার তাঁর ভাষণে বলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিএনপি গঠন করেছিলেন সে উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুসারেই বিএনপি চলবে। তিনি বলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কর্মসূচী দিয়ে গেছেন। বিএনপি এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এ সেমিনার আয়োজন করায় প্রেসিডেন্ট সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ সেমিনার খুব ফলপ্রসূ হবে। কেবল গণশিক্ষা কাজেই নিয়োজিত না থেকে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সূচিত খাল খনন, কৃষি বিপ্লব ইত্যাদি কার্যক্রমেও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি প্রেসিডেন্ট আহবান জানান। তিনি, আরো বলেন, শুধু খাল খনন ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের কর্মসূচীতে অংশ নিয়েই আপনারা ক্ষান্ত হবেন না। আপনারা যুবক। আপনাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীও হাতে নিতে হবে।

এ তিনটি কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবীরা ব্রতী হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন। স্বেচ্ছাসেবীদেরকে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান তাঁর ভাষণে স্বেচ্ছাসেবীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, খাল খনন ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সূচিত শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সফল করে তুলতে আহবান জানান। তিনি বলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট নাটোরে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের এক সমাবেশে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের এ তিনটি পর্যায়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানান যে খাল খননের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২০ লাখ টন থেকে ১০ লাখ টনে নেমে এসেছে। এ কর্মসূচী পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হলে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করেও উদ্বৃত্ত হবে। উদ্বৃত্ত খাদ্য রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

শ্রীলংকা ও বর্মায় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রধান কাজ হবে গণশিক্ষা বিস্তার করা। গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার থেকে বইপত্র ও অন্যান্য সাহায্য দেয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। জনসাধারণ যাতে পত্রিকা, কৃষি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বইপত্র পাঠ এবং সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে সক্ষম হয় এমন ব্যবহারিক জ্ঞান তাদেরকে দিতে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি জানান যে দেশের ৪২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক এবং এক লাখ মসজিদকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। এসব কেন্দ্রে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবিগণকে তিনি কাজ করতে আহবান জানান।